সর্বোচ্চ ৩১.৭°
সর্বনিম্ন ২৫.৩°
শিলিগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭১ শতাংশ
বুধবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১১ জুলাই ২০১৮ এগারো

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বঞ্চনার কথা বলতে চান অশোক

আমাকে সময় দেওয়া হয় না

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ শিলিগুড়িকে বঞ্চনার বার্তা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে এবারও তাঁর সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত সেই আবেদনের কোনো সাড়া আসেনি। অশোকবাবু বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে বলেন, 'একজন মেয়র কিংবা বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তো দেখা করতেই পারেন। আমি প্রতিবারই দেখা করার জন্য চিঠি দিই। কিন্তু দেখা করার জন্য আমাকে সময় দেওয়া হয় না।'

একজন মেয়র কিংবা বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তো দেখা করতেই পারেন। আমি প্রতিবারই দেখা করার জন্য চিঠি দিই। কিন্তু দেখা করার জন্য আমাকে সময় দেওয়া হয় না।
–অশোক ভট্টাচার্য, মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম

এদিন অশোকবাবু এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি। কিন্তু এই শহরে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর কারণটা কী? কেন এত বঞ্চনার শিকার হচ্ছে শিলিগুড়ি? রাজ্য সরকার কোনো সংবিধান বা আইন মানতে চাইছেন না। অর্থ কমিশনের টাকা পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি না। এই বিষয়গুলিই তুলে ধরতাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।'

অশোকবাবু বলেন, 'সোমবার শুনলাম জমির দালালি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিছু লোক ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমির দালালি করে ফুলেফেঁপে উঠছে। সাধারণ মানুষের জমি জোর জবরদস্তি দখল করে নিচ্ছে কিছু জমি মাফিয়া। হাতে-পায়ে ধরেও তাদের কাছ থেকে জমি ফেরত পাওয়া যায় না।' মেয়রের অভিযোগ, হাসপাতালগুলির বেহাল অবস্থার চিত্র আমরা মাঝেমধ্যেই দেখতে পাই। এই নিয়ে বহুবার আমরা আন্দোলন করেছি। কিন্তু হাসপাতালগুলির চেহারা বদল হয়নি। কলেজগুলিতে ভরতির নামে তোলা নেওয়া হচ্ছে। বহু দুস্থ ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে কলেজে ভরতি হতে পারছে না। অনেকের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি। এই বিষয়গুলির সঙ্গে কারা জড়িত? শাসকদলের লোকজন নাকি বিরোধী দলের লোক? এটা মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার করে বলুন। জমির দালালি যারা করছে, তারা কাদের ছত্রছায়ায়, সেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শুনলাম। তবে পুরো বিষয়টি কিন্তু ওনার হাতেই। উনি চাইলেই এসব বন্ধ হতে পারে। তাই ওনাকেই বিষয়টি দেখতে হবে। মেয়রের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতে অন্য বিধায়ক, সভাধিপতিরা আমন্ত্রণ পেলেও শিলিগুড়ির ক্ষেত্রেই বিধায়ক, সভাধিপতি বাদ পড়ে যান। মানুষ সব দেখছে। এগুলো তাঁরা মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না।

এদিকে, কলকাতায় ফিনান্স কমিশনের সভায় যোগ দিতে ১৬ তারিখ কলকাতা যাচ্ছেন অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, যদি সেখানে বলার সুযোগ পাই, তবে অবশ্যই শিলিগুড়ি প্রসঙ্গ তুলব।

ঝুঁকির যাত্রা ।। শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে। ছবি ঃ সূত্রধর

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু মহিলার

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ রাস্তা পার হওয়ার সময় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার গান্ধি ময়দান এলাকায়। মৃতের নাম লক্ষ্মীদেবী রায় (৩৩)। তাঁর বাড়ি প্রকাশনগর এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনায় চালক সহ ডাম্পারটি আটক করেছে পুলিশ।

এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গান্ধি ময়দান এলাকা ধরে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তিনি রাস্তা পার হতে গেলে দ্রুতগতিতে আসা একটি ডাম্পার তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা ছুটে এসে ডাম্পার ও চালককে আটক করে। মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাঠানো হয় প্রধাননগরের একটি নার্সিংহোমে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরী রেলগেটে। জানা গিয়েছে, এদিন রাত ৯টা নাগাদ গেট বন্ধ থাকলেও লাইন পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন এক যুবক। এমন সময় কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান শিলিগুড়ি টাউন জিআরপি কর্মীরা। জিআরপি কর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

জন্মজয়ন্তী পালিত

বাগডোগরা, ১০ জুলাই ঃ 'আঠারোখাইয়ের সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৩৭তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন সজল গুহ, অনিল সাহা প্রমুখ।

স্কুলেই কোচিংয়ের দাবি অভিভাবকদের

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের কোচিং ক্লাস শুরু করার জন্য শিলিগুড়ির চারটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে স্মারকলিপি দিল দার্জিলিং জেলার অভিভাবক মঞ্চ। মঙ্গলবার অভিভাবক মঞ্চের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়– এই চারটি স্কুলে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই চারটি স্কুল দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তীতে শহরের বাকি স্কুলগুলিতেও এই আবেদন করা হবে বলে দার্জিলিং জেলা অভিভাবক মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

সম্প্রতি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শহরের বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের টাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতা করার অভিযোগ করে শোকজের চিঠি পাঠান। এই সিদ্ধান্তের জন্য ডিআইয়ের বিরুদ্ধে সরব হয় অভিভাবক মঞ্চ। তাদের দাবি, ডিআই অফিস থেকে এমন কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থেই গৃহশিক্ষকতা করেন। আর তার জন্য অভিভাবকের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নেওয়া হয় না। কিন্তু তার পরেও শোকজের চিঠি পাওয়ার ফলে এখন তাঁরা বাধ্য হয়ে গৃহশিক্ষকতা করা বন্ধ রেখেছেন। যার ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। সোমবার অভিভাবক মঞ্চের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ডিআই-কে ঘেরাও করা হয়। যদিও ডিআই জানিয়েছেন, তিনি যা করেছেন পুরোটাই আইন মেনে।

অভিভাবক মঞ্চের সম্পাদক শান্তনু মজুমদার জানিয়েছেন, এমন কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ডিআই শোকজের চিঠি পাঠিয়েছেন যাঁরা আমাদের ছেলেমেয়েদের কোনো পারিশ্রমিক না নিয়েই পড়াতেন। কিন্তু এভাবে হেনস্তা হওয়ার ফলে তাঁরা বাধ্য হয়ে পড়ানো বন্ধ রেখেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে আমাদের দাবি, যদি ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করতে না দেওয়া হয় তাহলে স্কুলেই তাদের জন্য কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করা হোক। যাতে পড়াশোনায় কোনো ক্ষতি না হয়। কারণ, স্কুলের একটা ৪৫ মিনিটের ক্লাসে অনেক সময়ই সিলেবাস শেষ হয় না। স্কুলগুলির তরফে জানানো হয়েছে, সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে তারপরই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শিলিগুড়ি কলেজে মশার আঁতুড় ঃ শিলিগুড়ি তথা সারা উত্তরবঙ্গের অন্যতম নামি কলেজ শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়। পড়ুয়াদের এখানে নানা বিষয়ে ভালোভাবে পড়ানো হয়। স্বাস্থ্যবিধি বলে– জমা জল, আবর্জনায় মশার বাড়বাড়ন্ত। তাই আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সবসময় প্রচার চালিয়ে চলেছে পুরনিগম। অথচ সেই প্রচারের কোনো প্রভাবই পড়েনি শিলিগুড়ি কলেজে। এখানকার মাঠে জল জমে থাকে, নর্দমায় জমে থাকে আবর্জনা। মনোমতো এমন জায়গা পেয়ে মহানন্দে মশককুলের বাড়বাড়ন্ত। রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা। কর্তৃপক্ষ নজর দিলে ভালো হয়।

তথ্য ও ছবি ঃ পৃথ্বী বিশ্বকর্মা

বহিরাগত রুখতে হিমসিম খাচ্ছে শিলিগুড়ি কলেজ

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ শিলিগুড়ি কলেজে বহিরাগতদের দাপটে অতিষ্ঠ খোদ কলেজ কর্তৃপক্ষই। কীভাবে বহিরাগতদের কলেজছাড়া করা সম্ভব হবে তা নিয়েই চিন্তিত তারা। অভিযোগ, বোন কিংবা ভাই কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়কে ভরতি করার নাম করেই কলেজে ঢুকে পড়ছে বহিরাগতরা। কখনও কখনও কলেজের অধ্যক্ষের অ্যাটেন্ডেন্টকে ধাক্কা মেরেও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, কখনও আবার প্রধান গেটে তালা থাকলে নিরাপত্তারক্ষীকে হুমকি দিয়ে কলেজে ঢুকছে বহিরাগতরা। তাই কলেজে বহিরাগতদের দাপট কমাতে আরও কড়া হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। বহিরাগতদের মধ্যে যারা পরিচিত মুখ, তাদের কলেজে দেখলে ডেকে সতর্ক করার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকার পরেও শিলিগুড়ি কলেজে বহিরাগতদের দাপট ঠেকানো সম্ভব হয়নি। কলেজের সদ্য প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সদস্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন কলেজ চত্বরে। কাউকে দেখা যাচ্ছে অধ্যক্ষের ঘরের বাইরে, আবার কাউকে দেখা যাচ্ছে কলেজের ক্যানটিনে বসে আড্ডা দিতে। কেউ কেউ আবার কলেজ মাঠের চারপাশে বসে রয়েছেন। কিন্তু যেখানে বহিরাগতদের কলেজে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেখানে কী করে তারা কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও বহিরাগতদের কলেজছাড়া করতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কর্তৃপক্ষের সমস্ত চেষ্টাই এখনও ব্যর্থ হয়েছে। অভিযোগ, কলেজের গেটে কোনো বহিরাগতকে আটকানো হলেই নিরাপত্তারক্ষীকে হুমকি দেওয়া হয়। কয়েকদিন আগে এক বহিরাগতর সঙ্গে নিরপত্তারক্ষীর বচসাও হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, ভরতি প্রক্রিয়া শুরু হতেই অধ্যক্ষের ঘরের সামনের কোলাপসিবল গেট তালা দিয়ে রাখা হয়। অভিযোগ, কোনো অধ্যাপক ওই গেট দিয়ে ঢোকার সময় তাঁর সঙ্গে জোর করে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে বহিরাগতরা। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো সমস্যায় পড়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। পুলিশকে আরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলেন, 'বহিরাগতদের আটকাতে আমরা সবরকমের চেষ্টা করছি। কিন্তু কখনও নিরাপত্তরক্ষীকে ভয় দেখিয়ে, কখনও আত্মীয়কে ভরতি করানোর নাম করে বহিরাগতরা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমরা পুলিশকে আবারও বিষয়টি দেখার কথা বলব। পাশাপাশি আমরা আরও বেশি কঠোর হব।'

আফিম সহ যুবক গ্রেফতার এনজেপিতে

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আরপিএফের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আফিম সহ একজনকে গ্রেফতার করল নারকোটিক কনট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), কলকাতা। ধৃতের নাম রঞ্জিত পাল। ধৃতের বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার জামুরিভিটা এলাকায়। সোমবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এনসিবি সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া আফিমের বাজার মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

এনসিবির আধিকারিকদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, কোচবিহার থেকে আফিম নিয়ে মালদার দিকে যাচ্ছে এক ব্যক্তি। সেইমতো এনসিবির একটি দল সোমবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে আরপিএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপরেই আরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে এনজেপি স্টেশনে হানা দেয় এনসিবি। এনজেপির এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আটক করা হয় অভিযুক্তকে। এরপর তাকে আরপিএফের দপ্তরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে পুরো ঘটনা স্বীকার করে নেয়। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের সঙ্গে থাকা একটি কালো ব্যাগের মধ্যে ৪.৭ কেজি আফিম উদ্ধার করা হয়। এরপরেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। এনসিবি কলকাতা ব্যুরোর আধিকারিক দিলীপ শ্রীবাস্তব বলেন, 'আমাদের কাছে খবর ছিল ট্রেনে করে মাদক পাচার করা হচ্ছে কলকাতায়। এরপরেই আমাদের একটি দল গিয়ে আরপিএফের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।' এনজেপির আরপিএফের আইসি বিপ্লব মজুমদার বলেন, 'এনসিবি কাল রাতেই আমাদের কাছে পুরো বিষয়টি জানায়। ওরা আমাদের সাহায্য চেয়েছিল। আমরা সাহায্য করেছি। গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। উদ্ধার করা হয়েছে ৪.৭ কেজি আফিম।'

মেডিকেলে চুরির কিনারা

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তালা বন্ধ টিকিট কাউন্টারের ভিতরে চুরির ঘটনায় বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত কারও হাত ছাড়া যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না, তা নিয়ে শুরু হয়েছিল আলোচনা। পুলিশি তৎপরতায় প্রমাণিত হল সেই সন্দেহ ঠিক ছিল। চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করেছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। অস্থায়ী কর্মী দিলীপ রাইয়ের সঙ্গে পুলিশ গ্রেফতার করেছে এখানকার চা বিক্রেতা জীবন রায় এবং আইসক্রিম বিক্রেতা শুভম দাসকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দিলীপ এবং শুভমকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে তিন দিনের হেপাজতে নেওয়া হয়। তাদের টানা জেরা করে মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয় জীবনকে। মঙ্গলবার তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় কম্পিউটার মনিটর, সিপিইউ এবং অন্যান্য জিনিস। তাদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, চুরির পরিকল্পনা করেছিল দিলীপ। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২ জুলাই রাতে সে ওয়ার্ড মাস্টারের ঘর থেকে টিকিট কাউন্টারের চাবি নিয়ে আসে। জীবন এবং শুভমের সহযোগিতায় চুরি করে। তিন জনের অতীত রেকর্ড দেখা হচ্ছে বলে জানান পুলিশ কর্তারা। চুরির জিনিস উদ্ধার হওয়ায় এবং দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার।

নেই পর্যাপ্ত টাইমকল, জল সমস্যায় বিধান মার্কেট

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ শহরের পুরোনো বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম বিধান মার্কেট। শাকসবজি থেকে জামাকাপড়, বিভিন্ন প্রয়োজনে শহরের বাসিন্দাদের এই বাজারই প্রধান গন্তব্য। দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকরাও পছন্দের সামগ্রী কিনতে একবারের জন্য হলেও ঘুরে যান এই বাজার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের রুজিরুটির জোগানও হয়ে উঠেছে এই বাজার। কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের মাঝেই কোথাও যেন মার্কেটজুড়ে এক তীব্র হাহাকার শোনা যায়। পুরনিগমের টাইমকল বসানো হলেও তা পর্যাপ্ত না থাকায় দিনের পর দিন পানীয় জলের কষ্টে ভুগতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের।

বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে গড়ে ওঠা এই বাজারটি দুটি ভাগে বিভক্ত। সাত একর জমির উপর গড়ে ওঠা এই বাজারের একটি অংশে রয়েছে ন্যাশনাল রিফিউজি সেক্টর। অন্যদিকে রয়েছে রিফিউজি সেক্টর। ন্যাশনাল রিফিউজি সেক্টরের পাশে রয়েছে ক্ষুদিরামপল্লি সবজি বাজার। বাজার সূত্রে জানা যায়, জলের সমস্যা মেটানোর জন্য একসময় বাজারের চারদিকে ইঁদারা ছিল। সময়ের সঙ্গে ইঁদারাগুলি লুপ্ত হয়ে গেলে পুরনিগমের উদ্যোগে টাইমকল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো বাজার সংলগ্ন অটোস্ট্যান্ডে একটি, মাছবাজারে একটি, ন্যাশনাল রিফিউজি সেক্টরে দুটি সহ মোট সাতটি টাইমকল বসানো হয়। কিন্তু সকাল থেকে রাত অবধি বাজারে থাকা সাড়ে তিন হাজারেরও উপর ব্যবসায়ীর কাছে সেই সংখ্যাটা অতি নগণ্য বলে জানালেন প্রশান্ত সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যখন টাইমকলে জল আসে তখন এক-একটি কলের সামনে লম্বা লাইন পড়ে যায়। কোনো কোনো সময় আগে জল নেওয়ার জন্য হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন অনেকে।' মার্কেট কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকটি টিউবওয়েল বসানো হলেও সেই জল পানের যোগ্য নয় বলে জানালেন আর-এক ব্যবসায়ী অচিন্ত্য দাস। তাঁর বক্তব্য, 'টাইমকলে জল ঠিকমতো না মেলায় প্রায় সবসময়ই টিউবওয়েলগুলির সামনে লাইন লেগে থাকে। কিন্তু অন্যান্য কাজে সে জল ব্যবহার করা গেলেও পানীয় হিসেবে চলে না।' এই অবস্থায় জল কিনে খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না বলে জানালেন সবজি ব্যবসায়ী প্রকাশ রাউত। তাঁর বক্তব্য, 'সবজি ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। সেই জল কোনোভাবে জোগাড় করা গেলেও পানীয় জলের চরম সমস্যা রয়েছে। সামনের বাড়িতে গিয়ে আমাদের জল চাইতে হচ্ছে। কিন্তু সবসময় জল চাওয়া যায় না। তাই কোনো কোনো সময় জল কিনে খেতে হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কাছে বাজারে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করব।'

পানীয় জলের জন্য দুর্ভোগ। –সংবাদচিত্র

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস বলেন, 'জলের সমস্যা রয়েছে। আমরা মার্কেটে টাইমকলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই ওয়ার্ড কাউন্সিলারের কাছে অনুরোধ করেছি। আশা করি, তিনি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন।' কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল বলেন, 'পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু টাইমকল বসানোরও অসুবিধা রয়েছে। মার্কেট কমিটি উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করে চিঠি দিলে আমরা দ্রুত টাইমকল বসানোর ব্যবস্থা করব।'